জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ▸ ২১শ বর্ষ ▸ ২য় সংখ্যা ▸ জুলাই ২০১৮

সার্বিক নির্দেশনায়
মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক
যুগ্মসচিব

উপদেষ্টা
মোঃ ইউসুফ আলী
পরিচালক
উপসচিব

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. আরেফিনা বেগম
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন
বিশেষজ্ঞ
শেলী দত্ত
বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মো. আবু বকর সিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষে নেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশের ৬৬টি পিটিআই এ ডিপিএড কোর্স বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেষণা পরিচালনা। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, নেপ চলতি অর্থবছর নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে রাজস্ব বাজেটের অধীনে দুটি গবেষণা ছাড়াও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে ছয়টি এ্যাকশন রিসার্স সম্পন্ন করেছে। এ ছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিনের ওরিয়েন্টশন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। নেপ এর নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা হিসেবে নেপ একটি জার্নাল ও দুটি 'নেপ বার্তা' প্রকাশ করে থাকে। এবারের নেপ বার্তায় রয়েছে বোর্ড অব গভর্নরস সংবাদ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন সংবাদ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংবাদ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাগণের যোগদান ও সেমিনার সংবাদ ইত্যাদি।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরকারের কার্যক্রম ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শ কাম্য।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক

বোর্ড অব গভর্নরস সভার সংবাদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বোর্ড অব গভর্নরস এর ৩৩তম সভা গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ সোমবার বিকেল ৩:০০টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উক্ত সভায় বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য সচিব ও নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মো. শাহ আলমসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৫টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ হলো ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে নির্ধারিত সকল রাজস্ব প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হওয়ায় মহাপরিচালক, নেপকে সভায় ধন্যবাদ জানানো হয়। উন্নয়ন খাতের অর্থ বরাদ্দ দ্রুত নেপ এর অনুকূলে ছাড়করণের বিষয়ে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। সভায় নীতিগতভাবে NSDP এর অনুমোদন দেয়া হয় এবং পিইডিপি-৪ এর একটি কম্পোনেন্ট হিসেবে NAPE Strategic Development Plan (NSDP) কে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া নেপ ডিজিটালাইজেশন এর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের 'সুশাসন, আইসিটি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের আওতায় সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণের ০৫ দিনব্যাপী 'সুশাসন, আইসিটি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০৩-০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেপ-এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ এর সুযোগ্য মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক জনাব মোঃ ইউসুফ আলী। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (প্রশাসন)। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কোর্সের কোর্স পরিচালক ড. সুজন কুমার সরকার, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, কোর্সের কোর্স সমন্বয়ক জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ, জনাব মো. নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ ও জনাব মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ। প্রধান অতিথি জনাব মোঃ শাহ আলম এই কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। কোর্সের বিষয়বস্তু ছিল, মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে আইসিটি এর যথাযথ ব্যবহার এবং ই-ফাইলিং। প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সম্পর্ক, এসডিজি ও মানসম্মত শিক্ষা, দুর্নীতি, দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় ও সহায়ক বিধি বিধান, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-১৯৮৫, স্কুল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, জাতীয় শুদ্ধাচার নীতি ও কৌশল, সরকারী কর্মচারী (আচরণ বিধি), ১৯৭৯, প্রশাসনে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার, ডিপিএডের সফল বাস্তবায়নে এডিপিইওগণের ভূমিকা, সরকারি পত্র যোগাযোগ, বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন, তদন্ত পদ্ধতি, শিখনতত্ত্ব ও শ্রেণিকক্ষে এর প্রয়োগ, নেতৃত্ব ও সুশাসন, Action Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে সফল বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রণয়নকৃত Action Plan মোতাবেক সকল কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে প্রশিক্ষণার্থীগণ মনিটরিং প্রতিবেদন নেপকে অবহিত করবেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ঝালকাঠি। মহাপরিচালক, নেপ জনাব মোঃ শাহ আলম প্রশিক্ষণার্থীগণকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন ও কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

গত ১০ এপ্রিল ২০১৮ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৮ এর প্রশ্নপত্রের কাঠামো চূড়ান্তকরণ কর্মশালা। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ :

- ২০১৭ সালের যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র অংশগ্রহণকারীগণকে অবহিত করা
- ২০১৮ সালের প্রশ্নকাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন
- ২০১৮ সালের প্রশ্নকাঠামোর চূড়ান্তকরণ
- ২০১৮ সালের প্রশ্নকাঠামো সবার জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ

উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯৮ জন কর্মকর্তা আলোচনায় অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, এনসিটিবি, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, ইন্সট্রাক্টর উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আসিফ-উজ-জামান কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মহাপরিচালক, নেপ জনাব মোঃ শাহ আলম, সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮-এর প্রশ্নপত্র কাঠামো পরিমার্জন বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন কাঠামোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ। উল্লেখ্য, নেপ ২০০৯ সাল থেকে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশ্নকাঠামো প্রণয়ন করে আসছে। এতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক প্রত্যেকেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রস্তুতি নেওয়ার কাজে সহায়তা পেয়ে থাকেন। ২০১৮ সালে পিইসিই পরীক্ষায় ৯টি বিষয়ের প্রশ্নকাঠামো চূড়ান্ত করে ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে।

সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামো চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১০ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টীয় তারিখ নেপ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য দিনব্যাপী ই-নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ নেপ-এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব নিলুফা ইয়াসমিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, এটুআই প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। জনাব মো. শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, নেপ এর অভ্যন্তরীণসহ সকল প্রকার চিঠি আদান প্রদান ই-নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করতে হবে। নেপ-এর ই-নথি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে বিগত অর্থবছরে নেপ-এর পারফরমেন্স নিম্নগামী হয়েছে। তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে ই-নথি প্রশিক্ষণ ভালোভাবে সম্পন্ন করে তা নেপ কার্যক্রমে বাস্তবায়নের অনুরোধ করেন। দিনব্যাপী ই-নথি সিস্টেম পরিচিতি, বাংলা কম্পিউটিং-এ ইউনিকোডের ব্যবহার, লগইন প্রক্রিয়া, প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা, ডাক আপলোড, খসড়া ডাক সংরক্ষণ, আবেদন ট্র্যাকিং, রশিদ প্রিন্ট, আগত ডাক, ডাক সিল তৈরি করা, ডাক প্রেরণ, প্রেরিত ডাক দেখা, ডাক নিষ্পত্তি করা, নিবন্ধন বহি এবং প্রতিবেদন, ই-ফাইল সিস্টেমে নথি তৈরি ও পেশ করা, নথিতে সিদ্ধান্ত দেয়া, অনুচ্ছেদ লেখা, পরবর্তী প্রাপককে পাঠানো, ই-ফাইল সিস্টেমে নথিজাত করা, নিষ্পত্তি করা, নোটে বিভিন্ন ধরনের পতাকা, নোটানুচ্ছেদ ও সংযুক্তি প্রদান ও সম্পাদন, খসড়া পত্র তৈরি, সম্পাদনা ও পত্রজারীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন

আহসান উল্লাহ্ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ ও ঢাকা আহসানিয়া মিশন (ইউনিক-২ প্রকল্প) আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতা ভিত্তিক মূল্যায়ন শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ্ আলম, মহাপরিচালক, নেপ, ময়মনসিংহ।

১৪ মে ২০১৮ রোববার দুপুরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আহ্সানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে 'প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন' শীর্ষক এক গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শাহ আলম, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আলম বলেন, নেপ ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন শুরু করলেও সেটি লিখিত পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। মানসম্মত গাঠনিক মূল্যায়ন না থাকায় শিক্ষার্থীদের সমস্যা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি এনসিটিবি এ উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে এ দুর্বলতা অনেকাংশে দূর হবে বলে আশা করা যায়। তিনি বলেন, আমাদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে, শিশুদের শিক্ষার্থী না বানিয়ে পরীক্ষার্থী বানানো হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। তারা জিপিএ-৫ আশা করেন, কিন্তু সমাপনী শেষে সন্তান কী শিখতে পেরেছে, সেটা মূল্যায়ন করেন না। জনাব মো. শাহ আলম বলেন, নেপ প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করে। ১০ শতাংশ দিয়ে ২০১২ সালে নেপ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন শুরু করে এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে সেটি ৮০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত এ বছর সেটি শতভাগ হবে। আর বহুনির্বাচনী প্রশ্ন বাদ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। আমাদের সবার উদ্দেশ্য শিশুদের সঠিক ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে তারা আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এটা সরকারের একটি বড় প্রতিশ্রুতি। তাই এখানে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এছাড়া সরকারের সবচেয়ে বড় সেক্টর প্রাথমিক শিক্ষা, এখানে সরকার সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে থাকে। তিনি আরো বলেন, আহ্সানিয়া মিশন প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে। নেপ এর জন্য তারা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করেছিল। এছাড়াও দেশে আরো অনেক বেসরকারি সংস্থা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে। প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার উদ্যোগের জন্য তিনি ঢাকা আহ্সানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর প্রতিবেদন

মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মহোদয়ের উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক নেপ।

বিগত ২০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান-এর সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ শাহ্ আলম, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে নেপ এর সাথে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সম্পাদিত এ চুক্তিতে নেপ এর রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে এ বছরে সম্পাদিতব্য কার্যাবলিসমূহ বর্ণিত আছে। প্রধান কার্যাবলিসমূহ হলো:

১. প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
২. প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা পরিচালনা।
৩. প্রাথমিক শিক্ষার নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মৌলিক/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রীর উন্নয়ন ও বিস্তরণ ঘটানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষাক্রম এর উন্নয়ন/পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শেষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়সহ মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন অধিদপ্তর প্রধানগণ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮

চিলমারী, কুড়িগ্রাম-এ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. শাহ্ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীল কার্যক্রমের চর্চা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সহায়ক। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারক। তাই শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে শিক্ষক, সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী উপজেলা পর্যায়ে দিনব্যাপী সচেতনতামূলক চারটি কর্মশালা আয়োজন করে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে তার উত্তরণে প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এস,এম, সি এবং অভিভাবকসহ সবাইকে আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষকগণকে অবশ্যই শ্রেণিমুখী হতে হবে। শিক্ষার প্রথম ও প্রধান স্তম্ভটিকে ফলপ্রসু করতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

মোট ৫০জন আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি এর সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটিআই এর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রমূখ। অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দলীয় কাজের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে অন্তরায়সমূহ এবং এর সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যথাযথ অনুপাত, চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াত সমস্যা, চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা, চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াত বাহন কিংবা চর ভাতা অথবা চরাঞ্চলে থাকার ব্যবস্থা। চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে অনুমোদিত পদ অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা, কমপক্ষে তিন (০৩) বছরের পূর্বে উক্ত বিদ্যালয়সমূহ হতে শিক্ষক বদলি না করা, দরিদ্র পরিবারের ঘন ঘন স্থানান্তর, যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের বেতন স্কেল না থাকা, দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমে জড়িয়ে পড়া এবং শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইউসুফ আলী (উপসচিব), পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মিনফুজুর রহমান মিলন, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালাই, জয়পুরহাট জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালাই, জয়পুরহাট, জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), জনাব মোঃ রেজাউল হক, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, জয়পুরহাট এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আতাউর রহমান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট।

০৩ মার্চ ২০১৮ খ্রি. তারিখ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শাহ আলম (যুগ্ম সচিব), মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ, সভাপতিত্ব করেন স্বপন কুমার রায় চৌধুরী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শওকত আলী সরকার (বীরবিক্রম), চেয়ারম্যান, চিলমারী উপজেলা পরিষদ, জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী এবং জনাব আবু আব্দুল্লাহ মো. সানাউল্লাহ, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, কুড়িগ্রাম। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি ও সভাপতি, শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

২১ মে ২০১৮ তারিখ মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), বিশেষ অতিথি জনাব মো. তাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা এবং জনাব বিভীষণ কান্তি দাশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাটিরাঙ্গা। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শামসুল হক, মেয়র, মাটিরাঙ্গা পৌরসভা, জনাব সমতিলাল দে, সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, খাগড়াছড়ি। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ফাতেমা মেহের ইয়াসমিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা। এছাড়াও কর্মশালায় আরো অংশগ্রহণ করেন বাধ্যতামূলক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যেমন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এস.এম.সি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার।

গত ২১-০৫-২০১৮ তারিখ বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব অশোক কুমার সমাদ্দার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বিশেষ অতিথি জনাব শেখ শরিফুল কামাল (কারিম), উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জনাব প্রিয়াংকা পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আরেফিনা বেগম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ। কর্মশালা সঞ্চালনায় ছিলেন নেপ এর বিশেষজ্ঞ জনাব মীর মোঃ আরিফুর রহমান।

কালাই, জয়পুরহাট-এ অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালায়-২০১৮-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. ইউসুফ আলী, পরিচালক, নেপ

নেপ এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ আব্দুল জলিল অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে যথাক্রমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করণীয়; মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী; প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং প্রত্যাশা; সামাজিক দায়বদ্ধতা : শিক্ষক ও অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি ও জনগণ–বিষয়ে দলীয় কাজ পরিচালনা করেন। এর প্রেক্ষিতে নির্ধারিত শিখনফল সম্পর্কে শিক্ষকের পর্যাপ্ত পূর্ব প্রস্তুতি, আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার, শিশুবান্ধব পরিবেশে পাঠদান, সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, তথ্য সংশ্লিষ্ট পাঠ্য পুস্তক, দাপ্তরিক কাজের জন্য অফিস সহকারী নিয়োগসহ বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেন। এর বাস্তবতা প্রসঙ্গে তারা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক কম, অভিভাবকের অসচেতনতা, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন এর সুব্যবস্থা, বিদ্যালয় সময় সংক্ষিপ্তকরণ, শিশুর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহ, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষাদান, সামাজিক নিরাপত্তা, মেধাবী শিশুদের পুরস্কৃত করা, শিশুদের জন্মনিবন্ধনের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান প্রয়োজন মনে করেন।

তবে সকলেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, একদিন সকল শিশু শিক্ষার আলোকে আলোকিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)এ গত ৭ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। প্রাথমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণির বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণ হয়। প্রতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ১০ দিন। প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা। ২০১৮ সালে ১০০% যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রণয়নকৃত প্রশ্নপত্র রিভিউ এর মাধ্যমে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত হয়। প্রতি বছরের জন্য এটি নেপ এর একটি নিয়মিত কার্যক্রম।

PESP Diagnostic Findings and G2P Payment System বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ঝরে পড়া রোধ ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৬ সাল থেকে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু হয়েছে। উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গড়ে ৮৫% দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষায় গড়ে ৩৩.৩৩% নম্বর পেতে হয়। বর্তমানে সরকার 'শিউর ক্যাশ' এর মাধ্যমে এই উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করে থাকে। এই সেবা আরো দ্রুততর ও সহজ করার জন্য সরকার MIS Integrated G2P Payment System চালু করতে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে Primary Education Stipend Project, Finance Division, Ministry of Finance গত ০৭ এপ্রিল ২০১৮ নেপ অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। নেপ-এ অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ।

উপবৃত্তি প্রজেক্ট সম্পর্কে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন মোঃ আতাউর রহমান, DD, SPEMSP। এছাড়া A Diagnostic Study on Stipend Programme in Bangladesh with Focus on Primary Education Stipend Project এর উপর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন জনাব Kavirm V Bhatnagar ও AKM Shamsuddin। এই প্রশিক্ষণে ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, PD. SPFMSP ও জনাব ড. ফেরদৌস হোসাইন, ED, SPFMSP রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন। জনাব মোঃ শাহ আলম মহাপরিচালক, নেপ এর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়।

PESP Diagnostic Findings and G2P Payment System বিষয়ক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন জনাব মো. শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ।

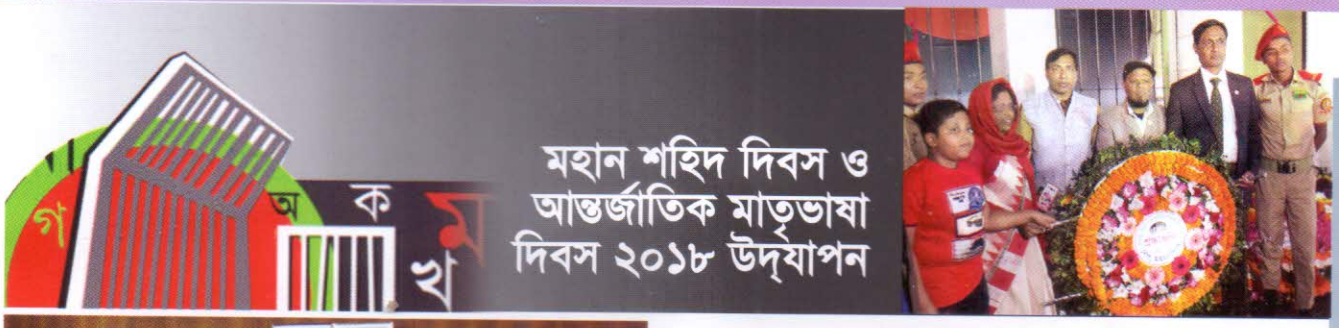

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৮ এর আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট মহাপরিচালক নেপ, পরিচালক নেপ ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক।

সারাবিশ্বে ভাষা আন্দোলনের জন্য এক নিদর্শন হয়ে আছে বাংলাদেশ। একুশের সঙ্গে ভাষা আন্দোলন নিবিড়ভাবে মিশে আছে। আমরা ভাষার জন্য সংগ্রাম করে স্বীকৃতি পেয়েছি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে একাত্ম হয়েছে সারাবিশ্ব। ভাষার জন্য আত্মত্যাগকারী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর জন্য গত ২১শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ উদ্‌যাপিত হলো মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দিবসটির কর্মসূচির মধ্যে ছিল নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমের নেতৃত্বে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রাত ১২.০১ মিনিটে ময়মনসিংহস্থ টাউন হল সংলগ্ন শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় নেপ-এর অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা থেকে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ দিবসের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ড. আরেফিনা বেগম, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'ভাষা আন্দোলন এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত।' এরপর উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় ভাষার গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি। পরবর্তীতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও আহ্বায়ক, একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন কমিটি, জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক, জনাব মোঃ আব্দুল হাই, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ, জনাব এ.কে.এম. মনিরুল হাসান, সহকারী বিশেষজ্ঞ। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রাচুর্য মজুমদার শোভন। প্রধান অতিথি জনাব মো. শাহ্ আলম, মহাপরিচালক, নেপ তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারছি সেই শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কোতে বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেওয়ার ঐতিহ্যও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলা ভাষা চালুর উপর গুরুত্বারোপ করেন। নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে তা লালন করারও পরামর্শ দেন। তিনি নিজেদের প্রতিষ্ঠানে যেন সঠিকভাবে বাংলা বানানের চর্চা হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মীর মোঃ আরিফুর রহমান। সবশেষে ছিল ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নেপ।

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। যাঁর জন্ম না হলে আজকের এই বাংলাদেশের সৃষ্টি হতো না, তিনি আর কেউ নন তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতি বছরের মতো এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ উদ্‌যাপন করা হলো জাতির জনকের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে নেপ-এ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সকাল ৬.০০টায় নেপ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর সকাল ১০টায় ছিল ময়মনসিংহ শহরস্থ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা। সবশেষে ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন, আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২য় ও ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'ক' গ্রুপে এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের 'খ' গ্রুপে ছিল চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা। 'ক' গ্রুপে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে পরীক্ষণ বিদ্যালয়,

মহাপরিচালক নেপ বিজয়ী প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করছেন

ময়মনসিংহের ২য় শ্রেণির ছাত্রী আগা হাসান নূরী কামরুন নাহার। ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে একই বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির ছাত্র যথাক্রমে অপূর্ব নন্দী ও অনন্ত নন্দী। 'খ' গ্রুপে ১ম স্থান অধিকার করে পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ছাত্র নাজমস সাকিব ইমন। ২য় স্থান পায় পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী ফারিহা আক্তার বর্ষা এবং ৩য় স্থান অধিকার করে সাদিয়া ফেরদৌস, ৫ম শ্রেণি, পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রচনা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে নূর-ই-জান্নাত, ৫ম শ্রেণি, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। ২য় স্থান পায় বিদুষী নকরেক, ৫ম শ্রেণি, কাঁচিঝুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৩য় স্থান পায় রাউফি আমিন, ৪র্থ শ্রেণি, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

প্রতিযোগিতা শেষে নেপ এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহআলম এর সভাপতিত্বে শুরু হয় আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা থেকে পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করেন জনাব মো: মশিউর রহমান খান পাঠান, সহকারী বিশেষজ্ঞ। বক্তব্য রাখেন জনাব মো: ইউসুফ আলী, পরিচালক, জনাব তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও আহ্বায়ক, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, জনাব মো: জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ, জনাব এ.কে.এম. মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, জনাব জাহানারা খানম, প্রধান শিক্ষক, কাঁচিঝুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে পরীক্ষণ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহের ২য় শ্রেণির ছাত্র আগা মোহাইমিন বরেণ্য।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব মো: শাহ আলম, মহাপরিচালক, শুরুতেই সকলের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বঙ্গবন্ধুর ৫৪ বছরের জীবনে যে নিরলস পরিশ্রম এবং মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তা তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও অন্যান্য সকল শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন। এরপর বিজয়ী শিশু এবং অংশগ্রহণকারী সকলের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। সবশেষে ছিল বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য সকল শহিদের উদ্দেশ্যে দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মো: এহসানুল হক, ইমাম, নেপ।

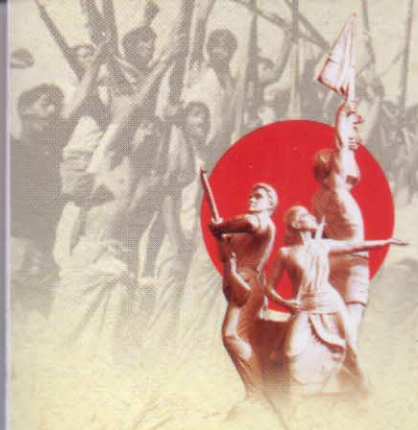

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

বিজয়-৭১ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মহাপরিচালক, নেপ জনাব মো. শাহ্ আলম-এর নেতৃত্বে নেপ অনুষদ সদস্যগণ।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই মহান স্বাধীনতা। এ দিনে আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এটি জাতি হিসেবে আমাদের স্বপ্ন পূরণের দিন। এই পরিপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের চেতনাকে উজ্জীবিত রাখতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষ্যে নেপ কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। দিবসটির কর্মসূচির মধ্যে ছিল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়মনসিংহের 'বিজয় ৭১' স্মৃতিস্তম্ভে নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বীর শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা। এ সময় নেপ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সকাল ১০.৩০ মিনিটে শুরু হয়েছিল মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে মূল্যবান আলোচনা, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক। এছাড়া বক্তব্য প্রদান করেন জনাব তাহমিনা আক্তার, উপপরিচালক (প্রশাসন), ড. আরেফিনা বেগম, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ আব্দুল হাই, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ জনাব এ.কে.এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জনাব মোঃ সালাহ উদ্দীন, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান। মুক্তিযুদ্ধের উপর ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান খান পাঠান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতি জনাব মোঃ শাহ আলম বক্তব্যের শুরুতেই বীর শহিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে বা এখনো যারা দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য তৎপর তাদের প্রতি সজাগ থাকতে বলেন। তিনি দুর্নীতি থেকে সকলকে দূরে থেকে যার যার কাজ সঠিকভাবে পালনের আহ্বান জানান। দেশের সম্পদ অপচয় না করে সঠিক কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশের উন্নয়নের যে বাধা-বিপত্তি এসেছিল তা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। সভাপতির বক্তব্যের পর পরই ছিল শহিদদের উদ্দেশ্যে দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোঃ এহসানুল হক, ইমাম, নেপ। সবশেষে বিকেল ৩.০০টায় ছিল নেপ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৫-এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন নেপ অনুষদ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

আলোর পথে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার নিয়ে বাঙালি জাতি বরণ করে নিল বাংলা '১৪২৫' সালকে। বাঙালি সংস্কৃতিতে এটি সার্বজনীন ও নিরপেক্ষ একটি প্রয়াস। নতুন বছরের শুভ সূচনার প্রত্যাশায় নেপ পরিবারের সদস্যগণও নানান আয়োজনে বরণ করে নিল বাংলা '১৪২৫' সালকে। নব সূর্যোদয়ের আলোকচ্ছটায় দিনের শুরুতেই 'পহেলা বৈশাখ' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন নেপ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি এই দিবসটির ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরপরিচিত গান ' এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।'

সকাল ৭.০০টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানমালা দুটি পর্বে ভাগ করা ছিল। প্রথম পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নেপ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় গান, ছড়া, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ইত্যাদি। অনুষ্ঠানের ফাঁকে বিতরণ করা হয় বাঙালির চিরায়ত খাবার মুড়ি, বিন্নি ধানের খৈ, ছাঁচ, বাতাসা ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্বে ছিল ১লা বৈশাখের ঐতিহ্য বাঙালির প্রিয় খাবার পান্তাভাত, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা-ভাজি। নেপ পরিবারের সদস্য ছাড়াও চলমান ডিপিএড প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতি নববর্ষের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

অনুকরণ নয়, ভালো কিছুকে অনুসরণ করব

মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ

মানুষ তার জন্মের পর বেড়ে উঠার পর্যায়ে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। শৈশবে শিশুর অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো অনুকরণপ্রিয়তা। বিজ্ঞানীরা বলেন, এ সময় তার মস্তিষ্ক বিকাশমান পর্যায়ে থাকে বলে অনুকরণই তার মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ তৎপরতা বলে প্রতীয়মান হয়। শিশু এ সময় মা-বাবা, চার পাশের মানুষ, মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনুকরণ করে। যে কারণে দেখা যায় অনেক শিশু টিভি দেখেই সুন্দর গাইতে পারে, নাচতে পারে। আমরা তখন বিস্মিত হই। এ বয়সে শিশু যা করে তা ঠিক আছে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে যদি এর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন না আসে, সেই অনুকরণ প্রবণতাই তার ভেতরে থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার দৈহিক বয়স বাড়লেও মানসিক দিক থেকে সে এখনো শৈশবকে অতিক্রম করতে পারে নি।

আসলে অনুকরণ হলো কার্যকারণ বিবেচনা না করেই নকল করে যাওয়া। অনুকরণ শুরু হয় নিজেকে হারিয়ে ফেলার মধ্য দিয়ে। এতে মেধার বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়। অনুকরণ অনেকটা বাহ্যিক যেমন : আজকাল অনেকেরই জীবনযাপন ফ্যাশন তারকাদের অনুকরণে হচ্ছে। অনেক কিছুই জীবনে প্রয়োজন নেই কিন্তু কেনা চাই। এটি অনুকরণ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশেষ করে আমাদের তরুণরা এখন এই অনুকরণ প্রবণতায় দারুণভাবে আসক্ত। আর এই অনুকরণ প্রবণতার ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টির কারণে তারা আজকে বিভ্রান্ত হচ্ছে বিপথগামী হচ্ছে। কখনো আধুনিকতার নামে, কখনো বিজ্ঞানমনস্কতার নামে এবং কখনো ধর্মের নামে।

অন্যের অনুকরণ করে আমরা আসলে আমাদের আপন সত্ত্বাকেই হারিয়ে ফেলি। আর একজনের ভাললাগা মন্দলাগাকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেরও নিজস্ব কিছু থাকতে হয়। অন্যকেও বোঝাতে হয়, আমি আমারই মতো সুন্দর। আর তখনই দুয়ে দুয়ে চার হয়।
অনেক মা-বাবা আছেন তারা নিজের সন্তানের প্রতিভার দিকে না তাকিয়ে অন্যের সন্তানের দিকে তাকান।

লক্ষ্যহীনতা : জীবনে যে আমার বড় কিছু করতে হবে, মহৎ কিছু করার জন্যই যে আমাদের জন্ম হয়েছে এ লক্ষ্য আমাদের অধিকাংশের সামনেই নেই। যে কারণে আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেই। অথচ আজকের সভ্যতার বিবর্তন অনুকরণ করে হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতা অনুকরণ নয়। বুদ্ধ কারো অনুকরণ করে বোধি লাভ করেন নি, আইনস্টাইন কারো অনুকরণে আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি, রবীন্দ্রনাথ কারো অনুকরণে কবিতা লেখেন নি, পেলে কারো অনুকরণে ফুটবলে জনপ্রিয় হন নি, লালন কারো অনুকরণে গান করেন নি, তাই তাঁরা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

অনুসরণ : অনুসরণ শুরু হয় নিজের ভেতর থেকে। অনুসরণ শুরু হয় অনুপ্রেরণায়। ভালো কিছু অনুসরণের মাধ্যমে মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। নতুন কিছুতে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে যে চেষ্টা সে জন্য হয়তো সেই ক্ষেত্রে সফল কারোর কাজকে অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন : কেউ যদি ভালো ছাত্র হতে চান সেক্ষেত্রে একজন ভালো ছাত্রের কী গুণ রয়েছে অর্থাৎ তার নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাত্রা, খাতার প্রেজেন্টেশন টিপস অনুসরণ করা যেতে পারে।

কাকে অনুসরণ করতে হবে?
যাঁদের জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যারা সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন। কোন ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সত্যের সাথে মিথ্যাকে মেশান না। যাঁরা নিজের জীবন দিয়ে হলেও যা সত্য বলে জেনেছেন তা অনুসরণ করেছেন। মহামানবরা প্রশান্তি পেতে গিয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যীশু খ্রিস্টের কথা ধরা যাক। তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছেন আর তাকে লোকে গালি দিচ্ছে। বিনিময়ে তিনি তাদের জন্য ভালো প্রার্থনাই করছেন। শিষ্যরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, যার যা আছে সেতো তাই দেবে। মানুষকে ক্ষমা করতে হলে তাদের অনুসরণ করতে হবে। অনেকে নিজের সন্তানের সব গুণ ছাপিয়ে বড় করে দেখে অন্যের সন্তানের একটি গুণ। অনেক সময় সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় গুরুভার। যা বহন করার সাধ্য তার থাকে না। মা বাবার এই মনোভাব থেকে মুক্তি পায় না সদ্য জন্মানো শিশুও।

কেন অনুকরণ প্রবণতা ?
১. ভুল মডেল নির্বাচন : মিডিয়া এবং চাকচিক্য আমাদের যেভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে, আমরা তার ডাকে সাড়া দেই। আমরা ভুল মডেল নির্বাচন করি। অনেক তরুণ তরুণী তাদের জীবনে মডেল হিসেবে রূপালী পর্দার কোন না কোন তারকাকে বেছে নেয়। যেমন : মাইকেল জ্যাকসনের আইকন ছিলো এলভিস প্রিসলি। এলভিস প্রিসলি ৪২ বছর বয়সে মারা গিয়েছিল মাদকাসক্ত অবস্থায়। মাইকেল জ্যাকসনও ৫০ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর শেষ ১০ বছর তার তেমন কোন কর্মকাণ্ড ছিল না। তার শ্যামলা চেহারা গ্লামারাস ছিল। সেটাকে প্লাসটিক সার্জারির পর সার্জারি করেন। কেন? কারণ এলভিন প্রিসলি ফর্সা ছিলেন, তাকেও ফর্সা হতে হবে। অর্থাৎ অনুকরণের পরিণতি কতটা করুণ তা মাইকেল জ্যাকসনের জীবন দেখলে বোঝা যায়।

২. মিডিয়ার প্রভাব : আমেরিকান আইডল এর নকলে শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান আইডল। আর তার অনুকরণে আমাদের দেশেও শুরু হলো নানা ধরনের রিয়েলিটি শো। তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ, সুপার স্টার, সেরা কণ্ঠ ইত্যাদি।

এই প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নিচ্ছে তারা হয়তো কিছুদিন মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে। কিন্তু তারপর অধিকাংশকেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ লাইভ লাইটে থাকার জন্য মেধা-প্রতিভার যে অনুশীলন তা যথাযথভাবে না করেই তারা শোবিজ স্টার হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। জগতের মধ্যে যিনি ছিলেন অনুসরণের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি হলেন মহানবী (সা.)। তার জীবনের চিন্তা, কথা, আচরণ, কর্ম সব ছিল অনুসরণের। আসলে যারা মহামানব তারা যে মনের দিক থেকে কত বড় ছিলেন তা আমরা সাধারণ মানুষ চিন্তাও করতে পারি না। বিনয় শিখতে হলে নবিজী (সা.) এর জীবন দেখতে হবে। অতএব অনুসরণ করতে হবে গুণের এবং আদর্শের।

এই অনুসরণের জন্য করণীয় :

১. সঠিক মডেল নির্বাচন : মডেল নির্বাচনে সচেতন হতে হবে। জীবনের মডেল বলতে বোঝায় অনুসরণীয় একজন ব্যক্তিকে। প্রত্যেকের জীবনেই একজন মডেল বা শিক্ষক থাকা প্রয়োজন, যিনি ইতিবাচক অনন্য, যার আদর্শে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু আমরা অধিকাংশই মডেল নির্বাচনে ভুল করি।

২. সঠিক জীবন দৃষ্টি অর্জন : দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হলে অন্যের গুণগুলো অনুসরণ করার ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া যায়। কারণ আমরা জানি, গুণের কদর সর্বকালের। গুণ অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাহলে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি বিবেচনার পথ উন্মুক্ত হবে। আত্মিক উন্নয়নের জন্য নিজেরই দায়িত্ব নিতে হবে। জীবনকে উন্নতির শিখরে পৌঁছানোর জন্য ভালো দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

NAPE will conduct the following Training under Revenue Budget in the 2018-19 fiscal year

SL No	Course no	Name of activities	Duration (days)
01	R-8.1	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
02	R-8.2	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
03	R-8.3	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
04	R-8.4	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
05	R-8.5	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
06	R-8.6	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
07	R-7	Office Management Training for Newly promoted URC Instructor	05
08	2-R	Training on good governance, ICT and quality primary Education for ADPEO	05
09	5-R	Foundation training for Instructor of PTI/URC & UEO	45
10	1.1-R	Annual work plan & PTI management training for PTI Superintendents	03
11	R-1.2	Annual work plan & PTI management training for PTI Superintendents	03
12	6.1-R	Foundation training for AUEOs	45
13	R-6.2	Foundation training for AUEOs	45
14	R-6.3	Foundation training for AUEOs	45
15	3-R	Training on PTI Management for Assistant Super	05
16	R-4.1	Office management training for UEOs	05
17	R-4.2	Office management training for UEOs	05
18	R-8.7	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15
19	R-8.8	Orientation course for newly recruited Head Teacher	15

পরিচালক পদে যোগদান
জনাব মো: ইউসুফ আলী, উপসচিব

জনাব মো: ইউসুফ আলী গত ০৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক পদে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ যোগদান করেন। যোগদানের পূর্বে তিনি পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি লক্ষ্মীপুর জেলার উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার পদে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া নেত্রকোণা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলায় ও শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মো: ইউসুফ আলী বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হতে বি.এসসি ইন এগ্রিকালচার ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বি.সি.এস (প্রশাসন) ক্যাডার এর ২০তম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর পূর্বে তিনি বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস) ক্যাডার এর কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া কৃষিবিদ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্যানতত্ত্ব) এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান) হিসেবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চাকুরিকালীন তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Mid Career Training for the civil Servant of Bangladesh in India, Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBCE), UNICEF এর প্রকল্পের আওতায় কেরালা, ভারতে প্রশিক্ষণ নেন। ভারতের সাথে Bilateral Border Talk এর অংশ হিসেবে ভারতের শিলং ভ্রমণ করেন। পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত থাকা অবস্থায় Climate Change বিষয়ে CTCN সম্মেলন থাইল্যান্ডে ও CASE প্রকল্প এর আওতায় মালয়েশিয়ায় Project Management কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। নেপ এর পরিচালক পদে যোগদানের পর হতে তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে আসছেন।

উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে নেপ-এ যোগদান
জনাব মাহবুব এলাহী

জনাব মাহবুব এলাহী (উপপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা) উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহে যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি বিভাগীয় উপপরিচালক হিসেবে রংপুর বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ সনে সরাসরি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন। এ চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে তিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লি. গাজীপুর (টাকশাল) এ সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছর দায়িত্ব পালন করেন। তার পূর্বে তিনি ঢাকার আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিলে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মাহবুব এলাহী ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ মুখস্থ (হেফজ) করেন। তারপর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা, নটরডেম কলেজ, ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। তিনি ভারত থেকে শিক্ষা প্রশাসন ও পরিকল্পনা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমা লাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি ১১টি জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে এবং ৩টি বিভাগে বিভাগীয় উপপরিচালক ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরেও প্রায় ৩ বছর তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নিজ জেলা বরিশাল।

জনাব নবী হোসেন তালুকদার এর নেপ-এ উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোঃ নবী হোসেন তালুকদার বিগত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) তে যোগদান করেন। নেপ-এ যোগদানের পূর্বে তিনি উপপরিচালক (বাজেট) পদে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন। চাকুরি জীবনে তিনি পিটিআই এর ইনস্ট্রাক্টর, সি-ইন-এড পরীক্ষা বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কাকনহাটি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জনাব এ.কে.এম মনিরুল হাসান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, নেপ-এ উপপরিচালক (মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন

জনাব এ.কে.এম মনিরুল হাসান গত ২৬ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, নেপ-এ উপপরিচালক (মূল্যায়ন) হিসেবে যোগদান করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিগত ১৯৯৭ সনে উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিভিন্ন উপজেলায় সততা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে তিনি সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। ২০১০ সালেই তিনি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে অনুষদ সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। নেপ-এ অনুষদ সদস্য থাকাকালীন একীভূত শিক্ষার ফোকাল পয়েন্ট, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের সমন্বয়ক, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ডিপিএড কোর্সের 'বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা' প্রথম সংস্করণ এবং আই.ই.আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নেতৃত্বে রচিত 'পেশাগত শিক্ষা ১ম খণ্ড বিষয়ের রচয়িতাদের একজন। তাছাড়া তিনি 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের চলমান 'অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল' এর অন্যতম রচয়িতা।

কর্মজীবনে তিনি বুনিয়াদী, আর্থ ব্যবস্থাপনা, এমডব্লিও টিএল, একীভূত শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ডিপিএড প্রভৃতি বিষয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও জাপানের Ciba বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি চীনের সাংহাইতে অনুষ্ঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত ৬৫তম বিশ্ব সম্মেলনে যোগদান, ভারতের পুনেতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কনফারেন্স অব ইনক্লুসিভ এডুকেশন এবং সাবিত্রিবাই ফুলে পুনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক একীভূত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান ও গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
সম্প্রতি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে উপপরিচালক (মূল্যায়ন) হিসেবে প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

জনাব মোঃ রাইহুল করিম নেপ-এ বিশেষজ্ঞ পদে যোগদান

জনাব মোঃ রাইহুল করিম গত ১৪ মে, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে 'বিশেষজ্ঞ' পদে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহে যোগদান করেছেন। তিনি ২২ অক্টোবর, ২০০৬ খ্রিঃ তারিখে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে সরাসরি 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদে নিয়োগ লাভ করে রাঙ্গামাটি পিটিআইতে প্রথম যোগদান করেন। পরবর্তীতে ফেনী পিটিআই ও কুমিল্লা পিটিআইতে একই পদে দীর্ঘদিন চাকুরি করেন। তিনি আই.ই.আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এড ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর সহধর্মিনী জনাব মোসাম্মৎ শাহিনুর আক্তার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি দুই পুত্র সন্তানের জনক।

সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে নেপ-এ যোগদান

নিশাত জাহান জ্যোতি গত ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহে যোগদান করেন। নেপ এ যোগদানের পূর্বে তিনি পিটিআই ময়মনসিংহে ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ) হিসেবে ছিলেন। তার নিজ জেলা নেত্রকোণা। নিশাত জাহান জ্যোতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (আই.ই.আর) থেকে শিক্ষা বিষয়ে প্রথম শ্রেণির স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সরকারি চাকরিতে যোগদানের পূর্বে তিনি পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড এ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পূর্বে তিনি বাংলাদেশ এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এ হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি Continuing Education Centre, Dhaka তে Trainer হিসেবে ছিলেন।

German Research Foundation Bangladesh এর আওতায় গবেষণার কাজে তিনি দীর্ঘদিন গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেন। এর পূর্বে তিনি Save the Children-UK Bangladesh থেকে Intern সম্পন্ন করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি গালর্স হাই স্কুলে তিনি ট্রেইনি টিচার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। Dhaka University Environmental Society থেকে তিনি Disaster Management and Environmental Safety বিষয়ে কোর্স সম্পন্ন করেন। এছাড়াও তিনি Pre-primary Education, Natural Hazards and Climate Change, Meternaty Health, Urban planing, Transnational Labor Activism প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণকালীন সময়ে সহশিক্ষা কার্যক্রমে অসাধারণ সাফল্যের জন্যে তিনি Duke of Edinburgh International Award Bronze পদক লাভ করেন। চাকরিতে যোগদানের পূর্বে তিনি ছায়ানট বিদ্যানিকেতনে রবীন্দ্রসংগীতের নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিলেন। নেপ কর্তৃক আয়োজিত ৬ষ্ঠ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অর্জন করেন। বর্তমানে নেপ-এ তিনি টেস্টিং এন্ড ইভাল্যুয়েশান অনুষদে সহকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন।

আনন্দদায়ক শিখনে ভাষার খেলা

মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ।

শিশুরা খুব খেলা প্রিয়। শিখন-শেখানো কাজে খেলার মাধ্যমে অনুশীলনের সুযোগ দিলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কাজেই শিক্ষক হিসেবে আমাদের উচিত হবে প্রতি পাঠের পাঠ পরিকল্পনায় জোড়ায়, দলে, সমগ্র শ্রেণিতে খেলাসদৃশ (Game-like) কাজের ব্যবস্থা রাখা। নিচে বর্ণিত খেলাটি শিক্ষক শিখনফল অনুযায়ী সামান্য পরিমার্জন করে যে কোন পাঠে প্রয়োগ করতে পারবেন।

১. Say, throw and win/ Play the bull's eye game/hit the target/throw and win:
খেলোয়ারের সংখ্যা: দলে বা সমগ্র শ্রেণি

উপকরণ : পাঠ অনুসারে
Language item : বর্ণ, শব্দ, বাক্য বা পাঠ অনুসারে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

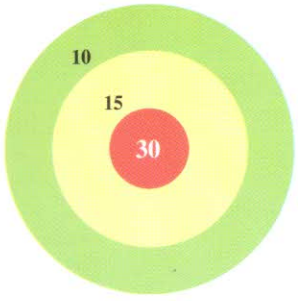

পদ্ধতি :

১। দুটি দলে শিক্ষার্থীদের ভাগ করুন এবং লাইনে দাঁড়াতে বলুন।
২। প্রতি দলের একজন করে শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে একটি করে শেখানো শব্দ শোনান।
৩। সঠিক উচ্চারণে শব্দটি বলতে পারার জন্য 5 নম্বর, শব্দটি নির্ভুল বানান করতে পারার জন্য 5 নম্বর এবং তা দিয়ে বাক্য গঠনের জন্য 5 প্রদান করুন।
৪। এবার নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বল নিক্ষেপ করতে বলুন। বল যে বৃত্তে আঘাত করবে, সে বৃত্তের নম্বর যোগ হবে।
৫। এভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর লিখে রাখতে হবে। যার বলা, বানান করা ও বল নিক্ষেপ করা শেষ হবে সে লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে।
৬। যে দল সর্বাধিক নম্বর পাবে, সে দল বিজয়ী হবে।

নিম্নোক্ত আইটেম অনুশীলনের জন্যও খেলাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে :
Question-answer, spelling of learnt words, making sentences with the learnt words, practicing particular sentence patterns, verb Gi present-past, short form, ইত্যাদি।

আপনার উদ্ভাবিত আনন্দদায়ক ভাষার খেলা 'Napebarta@gmail.com'-এ পাঠাতে পারেন। সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত হলে পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে।

ডিপিএড কার্যক্রম (জানুয়ারি-৩০ জুন ২০১৮)

০১ জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ৬৬টি পিটিআই-তে ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি (০১ জানুয়ারি-৩০ জুন ২০১৮) নিম্নরূপ:

১। ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং:

- নেপ অনুষদবৃন্দ ৯টি পিটিআই পরিদর্শন করেছেন।

২। ডিপিএড সামগ্রী প্রিন্টিং:

- ২৯টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রীর ১,৯৮,৪০০ কপি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং ৬৬টি পিটিআইতে বিতরণ করা হয়েছে।

৩। প্রশিক্ষণ

- **ক) ভেন্যু : নেপ**

  ০৭ দিন ব্যাপী পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড এর মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৪টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ৪টি ব্যাচ মোট ৯৪ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- ২৬ দিন ব্যাপী পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২টি ব্যাচে মোট ৩৯ জন পিটিআই ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- সহকারী লাইব্রেরিয়ানগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১টি ব্যাচে ৩২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- পিটিআই উচ্চমান সহকারীদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচে মোট ৫৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

খ) ভেন্যু : পিটিআই

- ৬৬টি পিটিআই-তে ০৫ দিন ব্যাপী নিজস্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ২০০টি ব্যাচে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ২০০টি ব্যাচে মোট ৮০০০ জন প্রধান শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
- ৪৬টি পিটিআই-তে ০৬ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য ডিপিএড বিষয়ক ৬০টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬০টি ব্যাচে মোট ১০০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৭০০ জন সহকারী শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।
- ১০টি পিটিআইতে ১৩ দিন ব্যাপী সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ইউআরসি সহকারী ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য ১২টি ব্যাচে ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ৩৩৫ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার , ১৫জন ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ১০ জন ইউআরসি সহকারী ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।

খ) ভেন্যু : পিটিআই

- নেপ এ ১টি ডিপিএড ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা এবং ১টি ডিপিএড পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। ইউনিসেফ (এডিএসএল) এর কার্যক্রম

- ইউনিসেফ এর সহায়তায় (এডিএসএল) নেপ-এ ২দিন ব্যাপী ১টি ব্যাচে Workshop for Development of Training Mannual for Two Days to Subjectbased Training of Instructors of 7 Piloted PTI (Bangla, English, Mathematics, Primary Science, Bangladesh Global Studies and Expressive Art-(Art & Craft) শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ এর ২৫ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ দিনব্যাপী ১টি ব্যাচে Wokshop on Capacity Building of NAPE Faculty Members শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপ এর ৪০ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Bangla and English for PTI Instructor of the 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ২ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Mathematics and Bangladesh Global Studies for PTI Instructor of the 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ-এ ২ দিনব্যাপী Refresher Training Programme on Primary Science and Expressive Art-Art & Craft for PTI Instructor of the 7 Piloted PTI শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ইন্সট্রাক্টর অংশগ্রহণ করেন।

৬। গবেষণা

(ক) রাজস্ব : নেপ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণা ২টি হল।

১. Present Status of Inclusive Education in Primary Classroom Practices in Bangladesh
২. চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের পঠন দক্ষতা যাচাই।

(খ) পিইডিপি-৩

নেপ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬টি কার্যোপযোগী গবেষণা সম্পন্ন করেছে। গবেষণা ৬টি হল।

১. টাঙ্গাইল পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সে আইসিটি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার মাত্রা : কেসস্টাডি।
২. ডিপিএড শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল লেখার দক্ষতা উন্নয়নের উপায় নির্ধারণ।
৩. Developing DPED Students' Capacity in Learning and Using Vocabulary Efectively
৪. অধিকাংশ ডিপিএড শিক্ষার্থীর ভগ্নাংশের ভাগের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে না পারা।
৫. প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনায় অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ।
৬. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে দলীয় কাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উপায়।

এক নজরে প্রশিক্ষণ সংবাদ

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধ্যান-ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিগত জানুয়ারি-জুন ২০১৮ পর্যন্ত রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	খাত	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
০১.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন	১৮	৭-১৬ জানুয়ারি, ২০১৮ ২১-৩০ জানুয়ারি, ২০১৮ ২১-৩০ এপ্রিল, ২০১৮ ৬-১ মে, ২০১৮	২৩১ জন
০২.	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন	০২	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ২৪ মার্চ, ২০১৮ ৯ এপ্রিল-৮মে, ২০১৮	৪১ জন
০৩.	পিটিআই ইন্সট্রাক্টরগণের ডিপিএড মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন	০৪	১৮-২৪ এপ্রিল, ২০১৮ ১০-১৬ মে, ২০১৮ ১৭-২৩ মে, ২০১৮ ৩-৯ জুন, ২০১৮	৯৩ জন
০৪.	পিটিআই উচ্চমান সহকারীগণের ডিপিএড আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন	০২	১৯-২১ মে, ২০১৮ ২৯-৩১ মে, ২০১৮	৫৬ জন
০৫.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগারদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ	উন্নয়ন	০১	২৭-৩১ মে, ২০১৮	৩২ জন
০৬.	নবনিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য ই-প্রশিক্ষণের ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালা	উন্নয়ন	০১	৪-৬ জুন, ২০১৮	৩০ জন
০৭.	এ্যাকশন রিসার্চ প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার	উন্নয়ন	০১	৭ জুন, ২০১৮	৫৮ জন
০৮.	সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের সুশাসন, আইসিটি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	০১	৩-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮	৩২ জন
০৯.	প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা	রাজস্ব	০৪	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ৩ মার্চ, ২০১৮ ২১ মে, ২০১৮	২০০ জন

Web : www.nape.gov.bd
E-mail : napebarta@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিক ও প্রকাশিত

মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ। ফোন : ০৯১ ৬৪০০১, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩